# অন্য এক বৈশাখের গল্প

ড. শামস্ রহমান

উত্তরে উঁচু রঞ্জনগঙ্গা। দক্ষিনাত্বে সুগভীর জলাশয়। মাঝে এক সমতল ভূখন্ড। অদ্ভূত তার অঙ্গ প্রতঙ্গ। বুক চীরে তার বহে সুপ্রসার জলধারা। দুপাশ ঘন সবুজে ঘেরা। তার উপর অসংখ্য মানুষের চলাচল। যাদের কেবলই কোলাহলে কথা বলা। এটাই এ ভূখন্ডের নিয়ম।

আকাশে মেঘ ছিল না সেদিন। ছিল না দক্ষিনাত্বের জলাশয়ে জলকণায় উঁচ্চ-চাপ সৃষ্টির কোন সম্ভবনা। তবু ঝড় এলো। এলো-মেলো করে গেল একটি উঠান। ঝরে পড়ে একটি প্রাণ। তবুও যেন কেঁপে উঠে উঠানের হাজারো হৃদয়। সবার উপর মাথা উঁচু করে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে ছিল, ঝড়ে ঝরে পড়ে শুধু সেই দিঘল মানুষটি। নিভে যায় শিওরের বাতি। বাকি সবার তখন অজানায় মিছে হাতি-পাতি। প্রগতির গতি যেন থম্‌কে দাঁড়ায়।

আম্রকুঞ্জের ব্যাকুল করা বকুলের সেই ঘ্রাণ? দৌড়ের প্রান্তরের সেই অকাট্ট বর্জকণ্ঠ? এসব কিছু মুছে দিতে উদ্যত হয় মধ্যযুগীয় থাবা। তেইশ বছরের বছিরের সাজানো স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। ওর কাছে নিজ ভূমি যেন অন্য জমি। শ্যামল ছায়ার 'দেশে' যেন মরু 'স্থানের' ছাপ! মানষিক ও মানবিক মাপে এ এক শ্বাসরুদ্রকর পরিবেশ। বছিরের বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠে। কি করবে? কোথায় যাবে? 'কি করবে?', তার চেয়ে 'কোথায় যাবে?' অপেক্ষাকৃত সহজ পন্থা। কিন্তু যাবে কি উত্তরে রঞ্জনগঙ্গায়? না দক্ষিনাত্বের জলধারায়? পাহাড় কখনো দেখেনি সে। অতিক্রম করা কার সাধ্য? গাঁয়ের ছেলে নায়ে অভ্যস্ত। তাই বছির ছুটে জলাশয়ের পথে। বিদায় লগ্নে সঙ্গি হিসেবে সঙ্গে নেয় কেবল নিজেকে এবং একটি ছবি। বছিরের শ্রেষ্টতম কবির ছবি। যে কবি তার সমস্ত জীবনে দু'লাইনের একটি মাত্র কবিতা - 'এবারের সংগ্রাম.....' - রচনা করে সৃষ্টি করেন বিশ্বয়। এটা তারই ছবি।

কখনো শীত। কখনো বা গ্রীষ্ম। কখনো ঝড় - উথাল-পাথাল ঢেউ। কখনো শান্ত, স্নিগ্ধ, সমতল জলরাশ, সাথে ভূমধ্যসাগরীয় বাতাস। আবার কখনো চোখে-মুখে ভেসে উঠে ভ্যান গোর রং- আঁকা 'স্থল-চিত্রের' মস্ত মরিচিকা। দীর্ঘ এ জলপথ পাড় হয়ে একদিন বছিরের তরী ভিড়ে পাড়ে। আসমানীয়ার তীরে। এটা মাবোদের দেশ। এ তীরেও বাঘ থাকে। তবে ঐ তীরের মত রয়েল হতে পারেনি। রঞ্জনগঙ্গা আর গভীর জলাশয়ের মাঝের সমতল ভূমির মত এ তীরেও যুদ্ধ হয়েছে 'উড়ে এসে জুড়ে বসা' বর্গীদের বিরুদ্ধে। ওরা শুধু হেরেছে গত দুশ বছরে। আর সমতল ভূমির মানুষেরা হেরে হেরে দুশ বছরে একবার জিতেও যেন হেরে যায়।

আসমানীয়ার জলে তখন 'স্যমন-ধারা' স্রোত। আর স্থলে 'ইলশে-গুড়ি' বৃষ্টি, শীত এবং কূঁয়াশা। এসব নিয়েই শুরু হয় বছিরের আসমানীয়ার জীবন। বসবাসের ছোট্ট একটি

ঘর। ঘরের কোণে লাল চাঁদরে ঢাকা একটি টেবিল। তার উপর বছির সযত্নে রেখেছে তার শ্রেষ্টতম কবির ছবি। ধীরে ধীরে সমতল ভূমির আরও অনেক মানুষ ভিরে এই আসমানীয়ার তীরে। ছবির পাশে বসে ওরা কাঁদে। আবার তর্জনী উঁচূ করা ৭ই অগ্রাহায়নের এ ছবি ওদের সাহস জোগায়। আশায় বুক বাঁধে। নিশ্চয়ই, এ ছবি আবার ফিরবে ঘরে।

এক ঋতু থেকে অন্য ঋতু। এক বসন্ত থেকে অন্য বসন্ত। এক বৈশাখ থেকে আর এক বৈশাখ। সমতল ভূখন্ডে মানুষ তখন 'হাটু জলে' হাটে, গরু ও গাড়ি পাড় হয় তাতে। আর আসমানীয়ার গহিন বনে তখন আলোর রশ্মি। পাতায় রং-র বাহার। এক কথায়, পরিবর্তনের জোয়ার সর্বত্র - এই পাড়ে এবং ঐ তীরে। অথচ, পরিবর্তন নেই শুধু কবির ছবিকে ঘিরে। যেখানে যেভাবে ছিল, ছবিটি সেখানে সেভাবেই থেকে যায়, শীত গ্রীষ্ম বর্ষায়। এক পরস্থ ধূলা জমে গেছে টেবিল, লাল কাপড় আর ছবি জুড়ে। লালচে রং-র কাপড় কালচে দেখায় ইদানিং। বছির মাঝে মাঝে টেবিলটি পরিষ্কার করলেও, লাল কাপড় বা ছবিতে হাত দেয়নি কখনো। ঈষৎ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ছবিটি। দূর থেকে বোঝাই দায়। এই কি সেই কবি? বছিরদেরই যদি চিনতে কষ্ট হয়, তবে বছিরদের প্রজন্মের ....?

কোন এক বৈশাখে বছিররা ছোট-বড় জড় হয় কবির ছবি ঘিরে। আসমানীয়ার শ্যামল ছায়ায় বসে ওরা সমতল ভূমির কথা বলে। আবেগে ভাসায় বুক। আবার আশায় জাগায় প্রাণ। এভাবেই চলছিল আবেগ-আশার আদান-প্রদান। হঠাৎ ওদের কথায় কোলাহলের আভাস, উত্তেজনার সুর। সকলের মাঝ থেকে কে যেন বলে উঠে - 'আর না। বছিরের ঘরে আর না। কবির ছবি এখন থেকে থাকবে আমার ঘরে'। আরেক জনেরও একই দাবি - 'চাই ছবি'। দাবি, পালটা দাবি এবং উলটো দাবি। নিয়ম বহিঃভূত, ন্যায্য-অন্যায্য বর্জিত, শুধুই দাবি। অথচ কবির অস্বচ্ছ ছবি স্বচ্ছ করার কথা কেউ ভাবলো না। আদান-প্রদানে একবারও উচ্চারিত হলো না। শুধুই দাবি - 'চাই ছবি'। ত্রিমূখি দাবি যখন বাস্তব রূপ পেল, কবির ছবি তখন তিন খন্ডে ভাগাভাগি হল। যে যার ভাগের অংশ নিয়ে, 'জয় কবি, জয় কবি' ধ্বনি তুলে মিলনের স্থান ত্যাগ করে।

সন্দেহ নেই বছিররা সবাই কবিকে ভালবাসে। এবং তা অত্যন্ত গভীরভাবে। তাইতো কবিকে যে যতটুকু পেয়েছে তাই শ্রদ্ধাভরে আবার ধারণ করে আসমানীয়ার 'ওকে'। নতুন লাল কাপড়ে ঢাকা টেবিলে টেবিলে স্বযত্নে রাখে। আবার শীত শেষে গ্রীষ্ম আসে। এক বৈশাখ শেষে আসে আর এক বৈশাখ। আসমানীয়ার পাতায় রং বদলায়, জলরাশে জোয়ার আসে। আবার ওরা ছোট-বড় জড় হয় কবির ছবি ঘিরে। কাঁদে। আশায় বুক বাঁধে। এভাবে কি কবির ছবি আবার ফিরবে ঘরে, রঞ্জনগঙ্গা আর সুগভীর জলাশয়ের মাঝে সমতল ভূখন্ডের তীরে?